দৈনিক বাংলা
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

পাঠ্য বইয়ে বৈচিত্র্য

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিবিষয়ে তিনটি করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে। বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাসমূহ এসব পুস্তক প্রকাশ করবে।, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড এগুলো অনুমোদনের দায়িত্বে থাকবে। গত একুশে মে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতির ভাষণদানকালে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

বর্তমানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে (দু তিনটি ছাড়া) একটি করে পাঠ্যবই নির্ধারিত আছে। শিক্ষা বোর্ডের অধীন সকল স্কুলগুলোতে ঐ নির্দিষ্ট বই বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করা হয়। এসব বই প্রকাশিত হয় সরাসরি টেক্সট বুক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে। বইয়ের লেখক সম্পাদক, শিল্পী নির্বাচন থেকে শুরু করে বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রফিট ও রয়ালটির হারসহ বইয়ের মূল্য নির্ধারণ, বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা ও প্রিন্টেড কপির সংখ্যা নির্দিষ্ট করণ, প্রুফ পর্যবেক্ষণ এবং বই প্রিন্ট অর্ডার প্রদান পর্যন্ত সকল দায়িত্ব টেক্সট বুক বোর্ড পালন করেন। কপিরাইট টেক্সট বুক বোর্ডের ডিসট্রিবিউশন পাবলিশারদের। টেক্সট বুক বোর্ড রয়ালটি পান।

এ পদ্ধতি চলছে বেশ কিছু কাল ধরে, বোধহয় স্বাধীনতার পর থেকে। পরিকল্পনা নীতি-নির্ধারণ, প্রস্তুতিতে যা সময় গেছে। বছরের শুরুতে বই পাওয়া না-পাওয়া, বইয়ের ছাপা সংখ্যায় ঘাটতি-পড়া বা উদ্বৃত্ত-থাকা, ছাপানোর মান আশানুরূপ হওয়া না-হওয়া বইয়ের প্রকাশনার মান প্রত্যাশিত বা ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ডের হওয়ার ব্যর্থতা বা অপারগতা—ইত্যাদি নানা ধরনের আলোচনা সমালোচনা বিস্তর হয়েছে ও হচ্ছে। বইয়ের বিষয়বস্তুও ঝড় তুলেছে। অংক বইয়ের জটিলতা, বাংলা বইয়ের বানান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমাজ পাঠের অতি-সংক্ষিপ্ততা, ইংরেজির 'বিষয়ের' পরিবেশের সঙ্গে সমাজস্যহীনতা এবং একাধিক পদ্ধতির পাশাপাশি প্রচলনের ধারা, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক-পাঠের আমাদের সিচুয়েশনের সঙ্গে রফা না-হওয়া—এমনি অজস্র ও সহস্র আফসোস, আক্ষেপ, সন্দেহ, সংশয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব মতামত মন্তব্য, পরামর্শ, উপদেশ সবই বিশ্লেষিত হয়েছে এবং সময়ে সময়ে সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, বর্জনও করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

কিন্তু এরপরও সফলতা পূর্ণভাবে ধরা দেয়নি, এখনও অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর অস্বস্তির অবসান হয়নি। পূর্ণ সাফল্য কোনওদিনই ধরা দেয়ার নয় বলেই সে ধরা দেয়নি তা নয়, এর জন্য দায়ী অন্তহীন সংকট ও সীমাবদ্ধতা। এ সংকট আমাদের পুস্তক প্রণয়নের লক্ষ্যের ও আদর্শের এ সীমাবদ্ধতা আমাদের পুস্তকের মাণ-উন্নয়নের সম্পদ ও সামর্থ্যের।

একথা দুঃখজনক সত্য, দেশটি অর্থের নিরীখে ঐশ্বর্যবান নয় এবং এর জনসংখ্যার বিশাল অংশ শিক্ষার আলোয় দীপ্ত নয়। এই দুই ক্ষেত্রে আমাদের যে দীনতা, তা আমাদের এতোটা নিস্প্রভ করতে পারতো না যদি আমাদের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রেখে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর দৃঢ় চেতনা থাকতো। তত্ত্বের চেয়েও প্রয়োগের প্রতি বেশী মনোযোগ থাকতো। সঠিক সময়ে সঠিক ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রয়াস থাকতো। নেই বলেই যাঁরা ব্যতিক্রম, তাঁরা দু ধরনের সংকটে আক্রান্ত—মানসিক ও পারিপার্শ্বিক।

একথা অনিবার্যভাবেই সত্য যে শিক্ষা-বঞ্চিত অথবা শিক্ষিত অথচ উদাসীনদের সচেতন করে তোলার দায়িত্ব যাঁরা এসব নিয়ে ভাবেন, যারা রূপকার, যারা কর্মকার, তাদের। কিন্তু এক বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়ে আছে আমাদের পরস্পরের মধ্যে। আমরা অনেকেই জানিনা, জানতে চাই না শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক প্রণয়নে কোথায় পার্থক্য আবার কোথায় তারা একাত্ম। ডিভিশন ও কো-অর্ডিনেশন অবশ্য কোনও স্তরেই নেই, সকলেই আমরা ছাড়া ছাড়া। সকলের মধ্যেই একা-কাজের ধারা, কেউ কাউকে চিনি না, কেউ কাউকে বুঝি না—আবার সকলেই এক সবার মধ্যেই অভিন্নতার প্রলেপ। নিজ নিজ বিন্দুতে স্থির থেকে দায়িত্ব পালন করলেই বৃহত্তর পরিধিতে অন্যের সঙ্গে সংযোজন ও সমন্বয় সাধন সম্ভব। প্রথমটা সম্ভব হচ্ছে না বলেই দ্বিতীয়টাও ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

অথচ শিক্ষাই জাতির মূলধন। পাঠ্য-পুস্তক হচ্ছে এই শিক্ষা দানের মাধ্যম। পাঠ্যবই অন্যান্য বইয়ের চেয়ে ভিন্ন। এর লক্ষ্য নির্দিষ্ট এবং সুদূরপ্রসারী। একদিকে শিক্ষার্থীর পরিবেশ, পরিচিত পরিমন্ডল, অন্য দিকে শিক্ষার্থীর বয়স ও পারিবারিক আদর্শ। (জাতীয় ভিত্তিতে পারিবারিক লক্ষ্যের ব্যতিক্রম গণ্য নয় সত্য কিন্তু পরিবারগুলোর মন, মানসিকতা, চাহিদার বিরাট অবদান থাকে জাতীয় লক্ষ্য নির্ণয়ে, এ সত্য।) শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক অবস্থা ও অবস্থানও বিচার্য।

এ প্রয়োজন বিকাশের জন্যই—যে যেখানে আছে, সেখানেই থেকে যাওয়ার জন্য নয়। রিভোলিউশন নয় ইভোলিউশন। ক্রম পরিবর্তন সুস্থ ধারায় প্রবাহিত হলে সুফল অনিবার্য। এজন্য আবশ্যক দীর্ঘমেয়াদী স্থিরলক্ষ্য। তাহলেই বিভ্রম বা বিচ্যুতির শংকা থাকে না।

সত্য বটে, প্রগতির ধারা স্থির নয়, যেহেতু আবর্তন পৃথিবীর ধর্ম। কিন্তু যে আবর্তন এগিয়ে নেয়, পিছিয়ে নেয় না—তাইতো যথার্থ। কচি, কোমল, কিশোর, তরুণ শিক্ষার্থীর প্রাথমিকভাবে এবং প্রধানত পরিবেশ-পরিচিতি ও আপন পরিমন্ডল দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও তার অভীষ্ট বিশ্ব এমনকি ব্রহ্মান্ড পর্যন্ত।

সাহিত্য পাঠে বিবেচ্য কি, আজও স্পষ্ট নয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, মানবতা না ভাবা ও তার প্রকাশ ক্ষমতার মহৎজনের মহত্ব অথবা দুষ্টজনের পরিণাম যদি লিপিবদ্ধ হয় ভুল বানানে, প্যাচানো ভাষায়, তাহলে তার পরিণাম মারাত্মক। না শেখা হয় ভাষা, না উদ্ধার হয় তার মর্মকথা। এর মানে অবশ্যই এ নয়, সাহিত্য বইয়ে গৎগাথা থাকা অন্যায়। সাহিত্য ঘটনার প্রতিফলন, বিবরণ প্রদান। বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন তার বলার ভঙ্গী, শব্দ-চয়ন, বানান রীতি। ভাষার বৈচিত্র্য আস্বাদন মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যটাই পরাস্ত। অজান্তেই আমরা শিশুদের চিড়িয়াখানার বন্দী পশুদের দেখে আনন্দ লাভে উদ্বুদ্ধ করি পাঠ্যবইয়ে, এখানে শিশুমন যদি বন্দী-জীবনে আনন্দের আস্বাদন পেতে প্রয়াসী হয়, কী হতে পারে তার ভবিষ্যৎ দর্শন? 'অজগর' দিয়ে বর্ণমালার পরিচয় এখনও আছে, দুধে পানি মিশিয়ে লাভ লোকসানের অংক অবশ্য গেছে, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে (টিকস করে) বিজয়ী হওয়ার কাহিনী এখনও পাঠ্য আছে।

পাঠ্য-বই লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, সে সঙ্গে হতে হবে, যে বই শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সবরকমের ব্যবস্থা ও পদ্ধতির দিকে যত্নবান হওয়ার। পাঠ্য বই, যতো ভালোই হোক, ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ভুল উচ্চারণে এবং উদাসীনভাবে পড়ান।

এসব তথ্য নতুন নয়। আমাদের শত সমস্যার ভরা সমাজে ত্রুটিমুক্ত নির্ভুল পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশ সম্ভব নয়। এ সত্য সামনে রেখেও বলতে হয়—শ্রেণীকক্ষে বই পড়ানোই চরম ও পরম কথা নয়, সে পড়ার মূল্যায়ন এবং তার বিষয় অনুধাবনও প্রধানভাবে বিবেচনায় আনতে হয়। এ সঙ্গে যুক্ত পাঠদান পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, পরীক্ষা অর্থাৎ মূল্যায়ন। এতোসবের মূলে বিশেষ যে লক্ষ্য তা হচ্ছে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সাধন ও মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ।

এ দিয়েই বুঝতে হয়—পাঠ্যবই লেখা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত, আসে অনেকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে। এর প্রতিটি স্তরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য সুষ্ঠু গাইড-লাইন্স নির্ণয় হওয়া প্রয়োজন।

ঠিক এই অবস্থায় পাঠ্যবই কি একটি হলে ভালো, নাকি একাধিক—অর্থাৎ প্রতিযোগিতাই কি পাঠ্যবইয়ের সকল সংকট নিরসনের একমাত্র পথ। এ চিন্তা, মনে হয় গৌণ। আগে একাধিক বই-এর প্রচলন ছিল, প্রকাশকদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা পাঠ্যবইয়ের মান উন্নয়নে সহায়ক ছিল—এমন ভাবনা এ মুহূর্তে অনেকের। এ ভাবনায় ফিরে যাওয়ার কারণ বোধয় বর্তমান পদ্ধতির বিচ্যুতিগুলো বড় হয়ে জনসমক্ষে ধরা পড়া—কিন্তু আমাদের বক্তব্য, পাঠ্যবইয়ের মান বাড়িয়ে একে যুগোপযোগী ও আকর্ষণীয় করতে হলে পাঠ্যবইয়ের লক্ষ্য ও আদর্শকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থী বই চান। সুন্দর পাঠ্যবই প্রবীণ নবীন সকল প্রাণেই সমান আকর্ষণের। এজন্য আয়োজন উদ্যোগ কল্পনা পরিকল্পনার সিংহভাগ ব্যয় হওয়া দরকার। প্রতিযোগিতা সব সময়ই উত্তম যদি তা সুষ্ঠু হয়। পাঠ্যবই প্রণয়নে উদ্দেশ্য ও নীতিকে কোণঠাসা করে কেবলমাত্র এর প্রকাশনা পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। জানা কথা, এ বিষয়ে নানাজনের নানা মত হবে। কিন্তু মুদ্রার দু'পিঠের মতোন সব কিছুরই দু'পিঠ আছে—আছে এর-ও।

দেশ, জাতি, সমাজ, মানুষ, বিশ্ব ও তার বৈচিত্র্য এবং অবিরাম অগ্রসরমান মানবধর্ম মনে রেখে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি যত্নবান থাকা এবং আকর্ষণীয় পাঠ্যবই প্রণয়নে ব্রতী হওয়াই পাঠ্যবইয়ের সংকট নিরসনের সঠিক পন্থা বলে আমরা মনে করি।

—হোসনে আরা শাহেদ